দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 2002
পৃষ্ঠা 7 কলাম 3

অনেক ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়ে ক্লাস হয় না

সরকারী কলেজসমূহে ৪ হাজার শিক্ষক পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য

মোহাম্মদ আবদুর রহিম ॥ দেশের ২৫১টি সরকারী কলেজে ৪ হাজার শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। শিক্ষকের অভাবে প্রায় সকল সরকারী কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে, অনেক ক্ষেত্রে, অধিকাংশ বিষয়ে ক্লাস হয় না। শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে। ক্লাস না হওয়ায় তারা কলেজবিমুখ হচ্ছে। একই কারণে অলস সময় অতিবাহিত করার কারণে তারা অপকর্ম এবং সন্ত্রাসের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নকল প্রবণতা বাড়ছে। [illegible] নকলের সুযোগ না থাকলে পরীক্ষার ফল বিপর্যয় ঘটছে।

সারাদেশের ২৫১টি সাধারণ সরকারী কলেজ এবং ১৮টি টেকনিক্যাল কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে বছরের পর বছর ধরে শিক্ষকের শূন্যপদ বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমানে শূন্যপদের সংখ্যা ৪ হাজারে পৌঁছেছে। ৩-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

সরকারী কলেজে ৪ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য

৮-এর পৃষ্ঠার পর

এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি কলেজে গড়ে ১৬ জন শিক্ষক নেই। বেশ কিছু কলেজে এ শূন্য পদের সংখ্যা কম হওয়ায় অপরাপর কলেজসমূহে শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ১৬টির বেশী। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, প্রায় সকল কলেজেই শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ১০ থেকে ২০-এর মধ্যে। যদি ধরে নেয়া হয় প্রায় সকল কলেজে শূন্য পদের সংখ্যা কমবেশী ১০, তাহলে সরকারী কলেজসমূহে পড়ালেখা হচ্ছে- একথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। সূত্রমতে, বহু ছাত্র অধ্যুষিত সরকারী কলেজ চলছে মাত্র ৩ জন শিক্ষক দিয়ে। এমনটি কল্পনায়ও আনা কঠিন। গাইবান্ধা সরকারী কলেজসহ বেশকিছু কলেজ আছে যেসব কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে একাদশ শ্রেণীসহ মাষ্টার্স কোর্স চলছে মাত্র ১ জন শিক্ষক দিয়ে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, একটি কলেজে ১টি বিষয়ে একাদশ থেকে মাষ্টার্স পর্যন্ত যদি মাত্র ১ জন শিক্ষক থাকে আর অনেক ক্ষেত্রে যদি একজন শিক্ষকও না থাকে তাহলে সেসব কলেজে শিক্ষাদান হয় না এটাই বাস্তবতা।

শিক্ষক না থাকায় একটি কলেজে ৪/৫ বিষয়ে প্রতিনিয়ত শিক্ষকের অভাবে ক্লাস যদি বন্ধ থাকে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা কলেজবিমুখ হয়। পড়াশুনার অভাবে ছাত্রছাত্রীরা নকল-নির্ভর হয়ে পড়ে। আর নকল করতে না পারলে পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয় অনিবার্য।

এছাড়াও শিক্ষক না থাকলে, ক্লাস না হলে ছাত্রছাত্রীদের অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসায় পরিণত হয়। ফলে তাদের মধ্যে অপকর্ম-উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির উর্বর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের চারিত্রিক অধঃপতনের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে সন্ত্রাসী হয়ে নানান অপকর্মে তারা জড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কলেজ ক্যাম্পাসে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ পরিবেশ। সংশ্লিষ্টদের মতে, শিক্ষা জগৎ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবসর নেয়া এবং মৃত্যুজনিত কারণে শূন্য পদ সৃষ্টি এবং সে অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগের ধারাবাহিকতা ও গতিময়তা থাকা অপরিহার্য।